বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) আইন, ২০১৭

(২০১৭ সনের ১২ নং আইন)

Bangladesh Agricultural Research Institute Ordinance, 1976 রহিতপূর্বক সময়োপযোগী করিয়া উহা পুনঃপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নং আইন) দ্বারা ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হইতে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সামরিক ফরমান দ্বারা জারীকৃত অধ্যাদেশসমূহের অনুমোদন ও সমর্থন সংক্রান্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ৩ক ও ১৮ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হয় এবং সিভিল পিটিশন ফর লীভ টু আপিল নং ১০৪৪-১০৪৫/২০০৯ এ সুপ্রীমকোর্টের আপিল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে সামরিক আইনকে অসাংবিধানিক ঘোষণাপূর্বক উহার বৈধতা প্রদানকারী সংবিধান (পঞ্চম সংশোধন) আইন, ১৯৭৯ (১৯৭৯ সনের ১ নং আইন) বাতিল ঘোষিত হওয়ায় উক্ত অধ্যাদেশসমূহের কার্যকারিতা লোপ পায়; এবং

যেহেতু ২০১৩ সনের ৬ নং আইন দ্বারা উক্ত অধ্যাদেশসমূহের মধ্যে কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকর রাখা হয়; এবং

যেহেতু উক্ত অধ্যাদেশসমূহের আবশ্যকতা ও প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করিয়া আবশ্যক বিবেচিত অধ্যাদেশসমূহ সকল স্টেক-হোল্ডার ও সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মতামত গ্রহণ করিয়া প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিমার্জনক্রমে বাংলায় নূতন আইন প্রণয়ন করিবার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে; এবং

যেহেতু সরকারের উপরি-বর্ণিত সিদ্ধান্তের আলোকে, Bangladesh Agricultural Research Institute Ordinance, 1976 (Ordinance No. LXII of 1976) রহিতপূর্বক সময়োপযোগী করিয়া উহা পুনঃপ্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :-

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

১। (১) এই আইন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) আইন, ২০১৭ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে -

(১) "ইনস্টিটিউট" অর্থ ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি);

(২) "কাউন্সিল" অর্থ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল আইন, ২০১২ (২০১২ সালের ১৩ নং আইন) দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল;

(৩) "প্রবিধান" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(৪) "বিধি" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(৫) "বোর্ড" অর্থ ধারা ৭ এর অধীন গঠিত বোর্ড;

(৬) "মহাপরিচালক" অর্থ ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক;

(৭) "সভাপতি" অর্থ বোর্ডের সভাপতি।

ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা

৩। (১) Bangladesh Agricultural Research Institute Ordinance, 1976 (Ordinance No. LXII of 1976) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (Bangladesh Agricultural Research Institute) এমনভাবে বহাল থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(২) ইনস্টিটিউট একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার এবং হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইনস্টিটিউট ইহার নিজ নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উক্ত নামে ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

ইনস্টিটিউটের কার্যালয় ও কেন্দ্র

৪। (১) ইনস্টিটিউটের প্রধান কার্যালয় গাজীপুর জেলার জয়দেবপুরে থাকিবে।

(২) ইনস্টিটিউট, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশের যে কোন স্থানে উহার আঞ্চলিক কেন্দ্র ও উপকেন্দ্র স্থাপন করিতে পারিবে।

ইনস্টিটিউটের কার্যাবলি

৫। এই আইনের উদ্দেশ্যেপূরণকল্পে ইনস্টিটিউটের কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা: -

(ক) কৃষির উন্নয়ন ও উৎপাদন সংক্রান্ত বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

(খ) ইনস্টিটিউটের কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন;

(গ) বিভিন্ন দানাদার ফসল, কন্দাল ফসল, তৈলবীজ ফসল, ফুল, ফল, ডাল, সবজি, মসলা, ইত্যাদি ফসলসমূহের গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা, নূতন জাত উদ্ভাবন এবং বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনা, মানসম্পন্ন প্রযুক্তির মাধ্যমে স্থিতিশীল ও উৎপাদনশীল কৃষি গবেষণার উদ্যোগ গ্রহণ;

(ঘ) গবেষণার জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত গবেষণাগার, খামার এবং অবকাঠামো স্থাপন;

(ঙ) জার্ম প্লাজম (germ plasm) সংগ্রহ ও সংরক্ষণের সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি;

(চ) ফসল উৎপাদনের উন্নত প্রযুক্তি ও কলাকৌশল সম্পর্কে গবেষক ও সম্প্রসারণ কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান;

(ছ) কৃষি কাজ দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত কৃষকদের প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ও তথ্যাবলী সরবরাহ এবং প্রশিক্ষণ প্রদান;

(জ) কৃষি উৎপাদনের উপর জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব নিরূপণ এবং এতদ্‌সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

(ঝ) কৃষি যান্ত্রিকীকরণ, পুষ্টি, সরবরাহ এবং ভ্যালুচেইন উন্নয়ন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের উপর গবেষণা পরিচালনা;

(ঞ) কৃষিতে জীব প্রযুক্তি (বায়োটেকনোলজি) প্রয়োগের মাধ্যমে রোগ ও পোকা-মাকড় প্রতিরোধ এবং খরা, লবণাক্ততা, জলাবদ্ধতা ও তাপসহ বিভিন্ন প্রতিকূল পরিবেশ সহিষ্ণু ফসলের জাত ও অন্যান্য প্রযুক্তি উদ্ভাবন;

(ট) ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত প্রযুক্তি এবং উদ্ভিদ জাতের মেধাস্বত্ব নিশ্চিতকরণ;

(ঠ) স্থানীয়ভাবে কৃষক কর্তৃক ব্যবহৃত বিভিন্ন ফসলের জাত ও প্রযুক্তি যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে উন্নয়ন সাধন;

(ড) প্রজনন ও মানসম্মত উচ্চ ফলনশীল বীজ উৎপাদন, প্রদর্শনী ও সম্প্রসারণের জন্য বিতরণ;

(ঢ) কৃষি সংক্রান্ত পুস্তিকা, মনোগ্রাম, বুলেটিন, শস্য পঞ্জিকা ও গবেষণা সংক্রান্ত অন্যান্য তথ্য প্রকাশ;

(ণ) স্নাতকোত্তর গবেষণার সুবিধা প্রদান;

(ত) জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা ও সংগঠনসমূহের সহযোগিতায় গবেষণা কর্মসূচি গ্রহণ;

(থ) কৃষি সংক্রান্ত গবেষণা এবং সাম্প্রতিক উন্নয়নের সহিত পরিচিত হইবার সুযোগ সৃষ্টি করিবার ও উক্ত বিষয়ক সমস্যার উপর দেশি ও বিদেশি প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞদের অংশগ্রহণে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও কর্মশালার আয়োজন;

(দ) প্রকল্প গ্রহণ;

(ধ) সরকার কর্তৃক, সময় সময় প্রদত্ত নির্দেশনা সাপেক্ষে, উহার উপর অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন; এবং

(ন) প্রয়োজনীয় অন্য যে কোন কার্য।

কাউন্সিল
কর্তৃক প্রদত্ত

নির্দেশনা প্রতিপালন

৬। (১) এই আইনের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ইনস্টিটিউট কাউন্সিল কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ, সুপারিশ বা পরামর্শ প্রতিপালন করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি ইনস্টিটিউটের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, উক্তরূপ কোন সুপারিশ বা পরামর্শ প্রতিপালন করা সম্ভব নয়, তাহা হইলে ইনস্টিটিউট, অনতিবিলম্বে, কারণ উল্লেখপূর্বক উহার মতামত কাউন্সিলকে অবহিত করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর শর্তাংশের অধীন ইনস্টিটিউটের নিকট হইতে প্রাপ্ত মতামত বিবেচনা করিয়া কাউন্সিল তদ্‌কর্তৃক প্রদত্ত কোন সুপারিশ বা পরামর্শ সংশোধন বা বাতিল করিতে পারিবে বা উক্ত বিষয়ে নূতন কোন সুপারিশ বা পরামর্শ প্রদান করিতে পারিবে।

বোর্ড গঠন

৭। (১) নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে ইনস্টিটিউটের বোর্ড গঠিত হইবে, যথা: -

(ক) মহাপরিচালক, যিনি উহার সভাপতিও হইবেন;

(খ) অর্থ বিভাগ কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন উপ-সচিব পদমর্যাদাসম্পন্ন একজন প্রতিনিধি;

(গ) কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন উপ-সচিব পদমর্যাদাসম্পন্ন একজন প্রতিনিধি;

(ঘ) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন পরিচালক পদমর্যাদাসম্পন্ন একজন প্রতিনিধি;

(ঙ) কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর একজন প্রতিনিধি;

(চ) মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট কর্তৃক মনোনীত উহার অন্যূন পরিচালক পদমর্যাদাসম্পন্ন একজন প্রতিনিধি;

(ছ) কাউন্সিল কর্তৃক মনোনীত উহার একজন প্রতিনিধি;

(জ) সরকার কর্তৃক মনোনীত কৃষি গবেষণায় অভিজ্ঞ দুইজন প্রথিতযশা বিজ্ঞানী;

(ঝ) ইনস্টিটিউট কর্তৃক মনোনীত কৃষি সংশ্লিষ্ট কাজে নিয়োজিত দুইজন প্রতিনিধি, যাহাদের একজন অভিজ্ঞ কৃষক এবং অন্যজন বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি হইবেন; এবং

(ঞ) ইনস্টিটিউটের পরিচালকগণ, তাহাদের মধ্যে যিনি ইনস্টিটিউটের প্রশাসনের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকিবেন তিনি বোর্ডের সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর দফা (জ) ও (ঝ) এর অধীন মনোনীত সদস্যগণ তাহাদের মনোনয়নের তারিখ হইতে পরবর্তী ৩(তিন) বৎসর মেয়াদে সদস্য পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার, বা, ক্ষেত্রমত, ইনস্টিটিউট উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে যে কোন সময়, কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে উক্তরূপ মনোনীত কোন সদস্যকে সদস্য পদ হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে এবং কোন মনোনীত সদস্য সরকার, বা, ক্ষেত্রমত, ইনস্টিটিউটের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে পদত্যাগ করিতে পারিবেন।

বোর্ডের কার্যাবলি

৮। বোর্ডের কার্যাবলি হইবে নিম্নরূপ, যথা: -

(ক) ইনস্টিটিউটের কার্যাবলির তত্ত্বাবধান এবং দিকনির্দেশনা প্রদান;

(খ) ইনস্টিটিউটের নীতিগত বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান;

(গ) ইনস্টিটিউটের প্রস্তাবিত নীতিমালা এবং কর্মপরিকল্পনা অনুমোদন;

(ঘ) সরকারের নিকট হইতে বা অন্য কোন উৎস হইতে অনুদান প্রদানের জন্য অনুরোধ;

(ঙ) ঋণ গ্রহণের প্রস্তাব অনুমোদন;

(চ) সরকারের অনুমোদনের জন্য প্রস্তাবিত বাজেট অনুমোদন;

(ছ) গবেষণার বিষয়বস্তু নির্ধারণ;

(জ) বিদেশে উচ্চ শিক্ষা বা গবেষণার জন্য আর্থিক সহায়তার প্রস্তাব অনুমোদন; এবং

(ঝ) প্রকল্প অনুমোদন।

বোর্ডের সভা

৯। (১) বোর্ড প্রতি বৎসর অন্যূন তিনবার সভায় মিলিত হইবে এবং সভার তারিখ, সময় ও স্থান সভাপতি কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

(২) বোর্ডের সদস্য-সচিব, সভাপতির সম্মতিক্রমে, লিখিত নোটিশ দ্বারা বোর্ডের সভা আহবান করিবেন।

(৩) বোর্ডের সভার কোরামের জন্য উহার মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন অর্ধেক সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হইবে, তবে মুলতবি সভার ক্ষেত্রে কোন কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

(৪) বোর্ডের সভায় উপস্থিত প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের ভিত্তিতে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে, তবে প্রদত্ত ভোটের সমতার ক্ষেত্রে সভাপতি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদান করিতে পারিবেন।

(৫) শুধুমাত্র কোন সদস্য পদে শূন্যতা বা বোর্ড গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে বোর্ডের কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তদ্‌সম্পর্কে কোন প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।